আত্মায় পূর্ণ জীবন

(Spirit-filled Life)

লূক ১ অধ্যায় ৩৯-৪৫ পদ

আজ আমরা শাস্ত্র থেকে যে অংশ পাঠ করেছি, সেখানে ঈশ্বর-ভক্তা দুই জন স্ত্রীলোককে আমরা দেখতে পাচ্ছি। তাদের একজন হল আমাদের প্রভুর মা মরিয়ম, এবং অন্যজন হল আমাদের প্রভুর অগ্রদূত যোহন বাপ্তাইজকের মা ইলীশাবেৎ। এর আগে আমরা যাজক সখরিয় ও কুমারী মরিয়মের কাছে ঈশ্বরের বার্তাবাহক গাব্রিয়েল দূতকে আবির্ভূত হতে দেখেছি। এই দুটি ঘটনা যদিও ছয় মাসের ব্যবধানে (৩৬ পদ) ও দুটি ভিন্ন স্থানে (জেরুশালেমে ও গালীলের নাসরৎ নগরে) ঘটেছিল; কিন্তু ঘটনা দুটি মূলত পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। কয়েক শো বৎসর পূর্বে ভাববাদীদের দ্বারা মশীহকে প্রেরণ করার যে প্রতিজ্ঞা ঈশ্বর করেছিলেন, তা তিনি কাল সম্পূর্ণ হলে পূর্ণ করতে চলেছেন। মশীহের আগমনের জন্য পথ প্রস্তুত করতে তিনি এলিয়ের আত্মায় যোহন বাপ্তাইজককে প্রেরণ করতে চলেছেন, যে বৃদ্ধা ও বন্ধ্যা ইলীশাবেৎ-এর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করতে চলেছে। অন্যদিকে, স্বয়ং মশীহ কুমারী মরিয়মের গর্ভে জন্ম গ্রহণ করতে চলেছেন। একদিকে, বৃদ্ধা ও বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের মা হওয়া *(barren mother)* যেমন অলৌকীক বিষয়, অন্যদিকে যে কুমারীর সঙ্গে কোনও পুরুষের সম্পর্ক নেই, তার মা হওয়াও *(virgin mother)* অন্যতম অলৌকীক ঘটনা। মানুষের যুক্তি বা বুদ্ধিতে যাদের কোনও ব্যাখ্যা হয় না, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সার্বভৌম পরিকল্পনা ও ক্ষমতায় তা পূর্ণ হতে চলেছে।

ঈশ্বরের অলৌকীক কাজের ফলস্বরূপ যে দুইজন স্ত্রীলোক মা হতে চলেছেন (ইলীশাবেৎ ও মরিয়ম), আজ আমরা তাদের মধ্যে সাক্ষাৎকে দেখতে পাচ্ছি। এই দুই রমণীর মধ্যে যে সাদৃশ্য আমরা দেখতে পাই, তা হল, পবিত্র আত্মায় পূর্ণতা। গাব্রিয়েল যখন মরিয়মকে গর্ভবতী হয়ে পুত্র প্রসব করার কথা বলেছিল, তখন সেই কথায় বিস্মিত হয়ে মরিয়ম দূতকে প্রশ্ন করেছিল, ***"এটা কীভাবে হবে? আমি তো কোনও পুরুষকে জানি না"*** (৩৪ পদ)। দূত তখন তাকে জানিয়েছিল, ***"পবিত্র আত্মা তোমার উপরে আসিবেন, এবং পরাৎপরের শক্তি তোমার উপরে ছায়া করিবে"*** (৩৫ পদ)। মরিয়ম দূতের কথায় বিশ্বাস করেছে (৩৮ পদ), আর তাই ধরা যেতে পারে যে, মরিয়ম ইতিমধ্যে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে গর্ভবতী হয়েছে। অন্যদিকে, ৪১ পদে বলা হয়েছে, ***"আর ইলীশাবেৎ পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হইলেন, এবং উচ্চরবে চীৎকার করে বললেন . . ."***

ইফিষীয় ৫:১৯ পদে বিশ্বাসী আমাদের বিশ্বাস জীবনে বৃদ্ধি পেতে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হতে বলা হয়েছে। প্রত্যেক বিশ্বাসী পবিত্র আত্মার দ্বারাই পরিচালিত হয়ে, তার পাপের জন্য অনুতাপ করে ও যীশু খ্রীস্টকে তার একমাত্র পরিত্রাতা ও প্রভু বলে বিশ্বাসের মাধ্যমে পাপ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে থাকে এবং সেই অঙ্গীকৃত পবিত্র আত্মার দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত হয়ে থাকে (ইফীষীয় ১:১৩)। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, বিশ্বাসী তার পরিত্রাণ লাভের মুহূর্ত থেকে সর্বদা আত্মায় পূর্ণ জীবন যাপন করে থাকে। এই কারণে বিশ্বাসী আমাদের বিশ্বাসে স্বাভাবিক বৃদ্ধি পেতে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হতে আজ্ঞা করা হয়েছে। আজ আমরা যে দুইজন স্ত্রীলোককে দেখতে পাচ্ছি, তারা যে উপায়ে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়েছিল, তা সাধারণ বিশ্বাসীর স্বাভাবিক বৃদ্ধি পাবার উপায় থেকে অন্য প্রকৃতির ছিল। কারণ, ঈশ্বরের নির্দিষ্ট পরিকল্পনা পূর্ণ করার জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে, সরাসরি ঈশ্বরের দ্বারা তারা আত্মায় পূর্ণ হয়েছিল। আত্মায় পূর্ণ হবার উপায়ের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও, পবিত্র আত্মায় পূর্ণ ব্যক্তির জীবনে যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য থাকে, তা আমরা এদের দুজনের মধ্যে দেখতে পাই। আত্মায় পূর্ণ জীবনের প্রতিটি আবেগ ঈশ্বর-কেন্দ্রিক আনন্দে পূর্ণ হয়, যার দ্বারা আমরা আমাদের জীবনের জন্য ঈশ্বরের মঙ্গলময় পরিকল্পনাকে দেখতে পাই, এবং আমাদের হৃদয় ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ও সহবিশ্বাসীর প্রতি সহমর্মিতায় পূর্ণ হয় (ইফিষীয় ৫:১৯-২১)। তাই আসুন, আমরা এই দুইজন স্ত্রীলোকের মাধ্যমে আত্মায় পূর্ণ জীবনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করি।

১। বাধ্যতা

৩৯, ৪০ পদে বলা হয়েছে, ***"সেই সময় মরিয়ম উঠে তাড়াতাড়ি পাহাড় অঞ্চলে যিহূদার এক নগরে গেল, এবং সখরিয়ের গৃহে প্রবেশ করে ইলীশাবেৎকে***

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

মঙ্গলবাদ করল।'' ঈশ্বর প্রেরিত দূতের মুখে সমস্ত কথা শুনে মরিয়ম দূতকে বলেছিল, *''দেখুন, আমি প্রভুর দাসী, আপনার বাক্যানুসারে আমার প্রতি ঘটুক''* (৩৮ পদ)। এখন, মুখে এক কথা বলা, আর সেই কথানুসারে কাজ করা এক বিষয় নয়। কারণ, আমরা মুখে অনেক কথাই বলে থাকি, কিন্তু সেই কথা মেনে আমরা কাজ করি না। যাকোবের পত্র থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে, প্রকৃত বিশ্বাস কেবল কথার বিষয় নয়, কিন্তু তা আমাদের জীবন ও কাজের দ্বারা প্রকাশ পেয়ে থাকে (যাকোব ২:১৪-২৬)। আবার, যীশু একটি দৃষ্টান্তে এক ব্যক্তির দুই পুত্রের কথা বলেছিলেন, যাদের প্রথম জন পিতার আদেশ পালন করতে তার অনিচ্ছার কথা বলা সত্বেও শেষে অনুশোচনা করে তা পালন করেছিল; কিন্তু দ্বিতীয় পুত্র পিতার আদেশ পালন করব বলে মুখে বললেও শেষ পর্যন্ত পালন করেনি (মথি ২৮-২৯)।

পবিত্র আত্মায় পূর্ণ মরিয়ম কিন্তু তার বিশ্বাসকে তার কাজে প্রকাশ করেছে। ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হবার কথা সে কেবল মুখে বলেনি, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় সে তাড়াতাড়ি তার আত্মীয়া ইলীশাবেৎ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেছে। ৩৬ পদে, দূত মরিয়মকে এই কথা জানিয়েছিল যে, মরিয়মের জ্ঞাতি ইলীশাবেৎও বৃদ্ধ বয়সে পুত্রসন্তান গর্ভে ধারণ করেছে, লোকে যাকে বন্ধ্যা বলত, সে তখন ৬ মাসের গর্ভবতী। দূতের মুখে সেই কথা শুনে ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি তাৎক্ষণিক উত্তর হিসাবে মরিয়ম ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি বাধ্যতার কথা বলেনি। দূতের মুখে ঈশ্বরের কথার প্রতি মরিয়ম সত্যিই বিশ্বাস করেছে, তাই দেরি না করে, তার জ্ঞাতি ইলীশাবেৎ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে মরিয়ম বাধ্যতার পরিচয় দিয়েছে।

দূতের মুখে খবর পাবার পর মরিয়ম যে বেশি দিন অপেক্ষা করেনি, সে বিষয় ৩৯ পদে *''তাড়াতাড়ি/সত্বর''* কথার দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। আবার, মরিয়ম যখন দূতের দেখা পায়, তখন ইলীশাবেৎ সম্বন্ধে ৬ মাসের গর্ভবতী বলা হয়েছে, এবং ৫৬ পদে ইলীশাবেৎ-এর কাছে মরিয়ম ৩ মাস থাকার কথা বলা হয়েছে। আবার, ৫৭-৮০ পদে, যোহনের জন্মের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, সেখানে মরিয়মের বিষয় কোনও কথা বলা হয়নি। এর থেকে পরিষ্কার যে, মরিয়ম ইলীশাবেৎকে ত্যাগ করে চলে যাবার কিছু দিন পরে যোহনের জন্ম হয়েছিল । এর থেকে আমরা সহজেই উপলব্ধি করি যে, ইলীশাবেৎ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে মরিয়ম বেশি দেরি করেনি (৬+৩ = ৯ মাস)। আত্মায় পূর্ণ ব্যক্তি প্রভুর ইচ্ছা জেনে তা পালনে কখনও বিলম্ব করে না (লূক ১২:৪৭)।

কিন্তু মরিয়মের পক্ষে ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি বাধ্যতা প্রদর্শনের কাজ সহজ ছিল না। কারণ মরিয়মের বাড়ী হল গালীলের নাসরৎ আর সখরিয়-ইলীশাবেৎ-এর বাড়ী হল যিহূদার পাহাড়ী এলাকার কোনও একটি নগরে। নগরটিকে যদিও নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়নি, তথাপি এই পথের দূরত্ব কমপক্ষে ৫০-৭০ মাইল ছিল, যা সেই সময় পায়ে হেঁটে অতিক্রম করতে ৩-৫ দিন লাগার কথা। মরিয়ম কিন্তু এই দূরত্বকে বড় করে দেখেনি বা অজুহাত হিসাবে খাঁড়া করেনি। আত্মায় পূর্ণ মরিয়ম, আত্মা দ্বারা চালিত হয়ে এই দূরত্ব আনন্দের সঙ্গে অতিক্রম করেছে, ইলীশাবেৎ-এর সঙ্গে আত্মিক আলাপ করেছে এবং ঈশ্বরের গৌরব কীর্তন করেছে।

ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি সত্বর বাধ্যতা প্রদর্শনে যে যুক্তি হয়ত মরিয়মের মধ্যে কাজ করেছিল, তা হল, কুমারী হওয়া সত্বেও গর্ভবতী হবার সংবাদ মরিয়ম এমন একজনের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছিল, যে তা উপলব্ধি করতে সক্ষম। এখন, ইলীশাবেৎও যেহেতু ঈশ্বরের অলৌকীক কাজের ফলস্বরূপ গর্ভবতী হয়েছে, সেইহেতু তার পক্ষে সেই সংবাদ উপলব্ধি করা ও বিশ্বাস করা সম্ভব ছিল। আর তাই ঈশ্বরের ইচ্ছা জেনে মরিয়ম তাড়াতাড়ি সেই ইচ্ছা পালন করেছে। এখানে, একটি বিষয়ে আমাদের পরিষ্কার ধারণা থাকার প্রয়োজন আছে, আর তা হল, লোক জানাজানি হয়ে যাওয়ার ভয়ে যে মরিয়ম গালীল থেকে যিহূদীয়াতে পালিয়ে গেছিল, তা নয়। কারণ তখনও যোষেফ বা অন্যরা সে বিষয়ে কেউ কিছুই জানত না। ইলীশাবেৎ-এর কাছে ৩ মাস কাটানোর পর মরিয়ম যখন ফিরে এসেছিল, তখনই কেবল যোষেফ তা জানতে পেরেছিল ও তাকে গোপনে ত্যাগ করা ইচ্ছা করেছিল। কিন্তু ঈশ্বর যখন স্বপ্নের মাধ্যমে যোষেফকে প্রকৃত সত্য জানিয়েছিলেন, তখন সে মরিয়মকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করেছিল (মথি ১:১৮-২৫)।

বিশ্বাসী আমরা কি মরিয়মের মতো সত্বর বাধ্যতা প্রদর্শনের জীবন যাপন করে চলেছি? না-কি, আমরা কেবল মুখেই বিশ্বাসের কথা বলি, আর কাজে ঈশ্বরের ইচ্ছার পরিবর্তে নিজেদের ইচ্ছাই পূর্ণ করে থাকি?

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

২। আত্মিক আলাপ

৪১ পদে বলা হয়েছে, *"আর এইরূপ হল, যখন ইলীশাবেৎ মরিয়মের মঙ্গলবাদ শুনলেন, তখন তার জঠরে শিশুটি নাচিয়া উঠিল, আর ইলীশাবেৎ পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হলেন, এবং উচ্চরবে মহাশব্দ করে বললেন।"* অনেক দিন পর জ্ঞাতি ইলীশাবেৎ-এর সঙ্গে দেখা হওয়ায়, ইহূদী রীতি অনুসারে মরিয়ম তার প্রতি মঙ্গলবাদ করেছে, যার অর্থ তার প্রতি ঈশ্বরের শান্তি কামনা করেছে। সহজেই উপলব্ধি করা সম্ভব যে, এমন মঙ্গলবাদ করার সময় কেউ কখনও কুমারীর মা হওয়ার কথা বলে না। সে কথা বলার জন্য একান্তে বা নিভৃতে আলাদা সময়ের প্রয়োজন। এখন, মরিয়ম যদিও নিজের মুখে গর্ভবতী হওয়ার কথা ইলীশাবেৎকে বলেনি, ইলীশাবেৎ কিন্তু মরিয়মের মঙ্গলবাদ শোনামাত্র কুমারী মরিয়মের মা হওয়ার কথা জানতে পেরেছে। কারণ মরিয়মের মঙ্গলবাদ শোনামাত্র ইলীশাবেৎ পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়েছে এবং আত্মাই তাকে মরিয়মের গর্ভ হওয়ার কথা এবং মরিয়মের গর্ভে সন্তানের পরিচয় প্রকাশ করেছেন। ৪৪ পদে এ বিষয়টি ইলীশাবেৎ পুনরায় ব্যাখ্যা করে বলেছে, *"তোমার মঙ্গলবাদের ধ্বনি আমার কানে প্রবেশ করা মাত্র শিশুটি আমার জঠরে উল্লাসে নেচে উঠল।"* হ্যাঁ, যাঁর পথ প্রস্তুতকারী হয়ে যোহন এই পৃথিবীর মাটিতে আসতে চলেছে, সেই যীশু খ্রীস্টের মায়ের মুখে মঙ্গলবাদ শুনে, মাতৃগর্ভে ছয় মাসের শিশু যোহন নেচে উঠেছিল। যোহন ৩:২৯ পদে আমরা দেখতে পাই যে, বড় হয়েও যোহন একই কথা বলেছে, *"কিন্তু বরের মিত্র যে দাঁড়িয়ে বরের কথা শোনে, সে বরের রবে অতিশয় আনন্দিত হয়, অতএব আমার এই আনন্দ পূর্ণ হল।"* যদিও মায়েদের গর্ভে এই সময় শিশুদের নড়াচড়া করাটা খুবই স্বাভাবিক, তথাপি মরিয়মের মঙ্গলবাদ শুনে মাতৃ জঠরে যোহনের নাচ ছিল অসাধারণ। কারণ যোহনের নাচের সঙ্গে সঙ্গে ইলীশাবেৎ পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়েছে এবং পুরাতন চুক্তির সেই ভাববাণী বলার আত্মা যখন তাকে অধিকার করল, তখন সে মরিয়মকে **আগত মশীহের মা** বলে সম্মোধন করল।

এইভাবে ইলীশাবেৎ পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে সেদিন উচ্চরবে চীৎকার করে কী বলেছিল? আত্মায় পূর্ণ ব্যক্তিরা কী আলোচনা করে বা কোন্ বিষয়ে আলাপ করে, তা আমরা ৪২-৪৫ পদ থেকে দেখতে পাচ্ছি। ইলীশাবেৎ-এর মুখের সেই কথাকে লূক কবিতার আকারে তুলে ধরেছে। লূকের সুসমাচারে আমরা ৫টি কবিতা দেখতে পাই: ইলীশাবেৎ-এর সঙ্গীত (১:৪২-৪৫); মরিয়মের সঙ্গীত (১:৪৬-৫৫); সখরিয়ের ভাববাণী (১:৬৮-৭৯); স্বর্গদূতদের গান (২:১৪); এবং শিমিয়োনের সহগীত (২:২৯-৩২)।

৪২ পদে ইলীশাবেৎ মরিয়মের উদ্দেশে বলেছে, *"নারীদের মধ্যে তুমি ধন্য, এবং ধন্য তোমার জঠরের ফল।"* যদিও মরিয়ম তখনও ইলীশাবেৎকে কিছুই বলেনি, কিন্তু পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে ইলীশাবেৎ ঈশ্বরের সুনজরের দ্বারা মরিয়মের আশীর্বাদ ধন্য হবার কথা জেনেছে। ইলীশাবেৎ যেমন ঈশ্বরের বিশেষ পরিকল্পনায় ও ক্ষমতায় বৃদ্ধ বয়সে যোহনের মা হয়েছে, ঠিক তেমনই, ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারে ব্যবহৃত হবার জন্য তিনি মরিয়মকে বিশেষভাবে মনোনীত করেছে। এখন ইলীশাবেৎ-এর মুখে এই কথা শুনে, আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে, মরিয়মের বিশ্বাস দৃঢ়ীকৃত হয়েছিল। যে কথা মরিয়ম কাউকে বলতে পারেনি, যে কথা ইলীশাবেৎকে বললে ইলীশাবেৎ উপলব্ধি করতে পারবে ভেবে সে এত পথ এসেছে, সেই কথা মরিয়মের বলার আগেই ইলীশাবেৎ যখন তাকে শুনিয়েছে, মরিয়মের বিশ্বাস তাতে অবশ্যই দৃঢ় হয়েছে। আত্মায় পূর্ণ ব্যক্তির কথার দ্বারা সহবিশ্বাসীদের বিশ্বাস দৃঢ় হয়।

পবিত্র আত্মার মাধ্যমে ইলীশাবেৎ মরিয়মের গর্ভে সন্তানের সঠিক পরিচয়ও জেনেছে– মরিয়মের জঠরের ফল স্বয়ং ঈশ্বরের পুত্র, প্রতিজ্ঞাত মশীহ, যিনি তাঁর অদ্বিতীয় সত্ত্বা ও ভূমিকার দ্বারা মানবজাতির ইতিহাসকে পরিবর্তিত করতে চলেছেন।। ঈশ্বর তাঁর আপন পুত্রকে মানুষ করে এই পৃথিবীর মাটিতে পাঠাবার জন্য যে পরিকল্পনা করেছিলেন, তার জন্য একটি মাতৃজঠরকে মনোনীত করার প্রয়োজন ছিল। সেই কাজের জন্য ঈশ্বর মরিয়মকে মনোনীত করেছেন, তাই ইলীশাবেৎ মরিয়মকে নারীদের মধ্যে ধন্য বলেছে। অর্থাৎ, মরিয়মের জঠরের ফলই মরিয়মকে ধন্য করেছে। মরিয়মকে ধন্য বলার পেছনে আরও একটি কারণের কথা আমরা ৪৫ পদে পাই, *"আর ধন্য যিনি বিশ্বাস করলেন, কারণ প্রভু থেকে যা যা বলা গেছে, সে সমস্ত সিদ্ধ হবে।"* অর্থাৎ আর পাঁচজন বিশ্বাসীর মতো ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বাসের দ্বারাই মরিয়ম ধন্য হয়েছে। ইলীশাবেৎ-এর এই কথার মধ্যে যে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

বিষয়টি লুকিয়ে আছে, তা হল, তার স্বামী যাজক সখরিয় যখন সার্বভৌম ঈশ্বরের অলৌকীক কাজের কথায় বিশ্বাস করতে ব্যর্থ হয়েছে, তখন অনামী গ্রামের একটি সাধারণ কুমারী ঈশ্বরের অলৌকীক কাজে বিশ্বাস করেছে (৩৮ পদ)। আত্মায় পূর্ণ ব্যক্তি এইভাবে আমাদের অবিশ্বাসের নয়, কিন্তু বিশ্বাসের জয়গান করে, সহবিশ্বাসীকে বিশ্বাসে গেঁথে তুলতে বিশ্বাসের বিভিন্ন নমুনার কথা বলে থাকে।

৪৩ পদে ইলীশাবেৎ আরও বলেছে, ***"আমার প্রভুর মাতা আমার কাছে আসবেন, আমার এমন সৌভাগ্য কোথা থেকে হল?"*** ১১০:১ পদে, দাউদ যেমন আগত মশীহকে ***"আমার প্রভু"*** বলে সম্মোধন করেছে, এখানে ইলীশাবেৎও সেই একই কাজ করেছে। ইলীশাবেৎ-এর এই কথানুসারে মরিয়ম 'ইলীশাবেৎ-এর প্রভুর' মাতা হতে পারেন, কিন্তু মরিয়মের জঠরের সন্তানই কেবল প্রভু; আর কেউ প্রভু নয়। ঈশ্বর মরিয়মের জীবনে যে কাজ করেছিলেন, তার জন্য বিশ্বাসী আমরা ইলীশাবেৎ-এর মতো মরিয়মের জীবনের জন্য আনন্দ করতে পারি; কিন্তু মরিয়মকে যেন প্রভু ভেবে ভুল না করি। পরিবর্তে, যীশু তাঁর মৃত্যুর দ্বারা আমাদের পাপ থেকে যে পরিত্রাণ অর্জন করেছেন, ও তাঁর পুনরুত্থানের দ্বারা যে পরিত্রাণকে নিশ্চিৎ করেছেন, তার জন্য তাঁকেই একমাত্র প্রভু ও পরিত্রাতা হিসাবে স্বীকার ও গ্রহণ করি। ৪৭ পদে মরিয়ম নিজেও তার ত্রাণকর্তা বা পরিত্রাতায় আনন্দ করা কথা বলেছে। আত্মায় পূর্ণ ব্যক্তি এইভাবে ঈশ্বরের বাক্য মেনে কথা বলে থাকে বা ধর্মীয় শিক্ষা দিয়ে থাকে। আত্মায় পূর্ণতার কথা মুখে বলে নিজের মনগড়া মতবাদ শিক্ষা দেবার মাধ্যমে বিশ্বাসীদের বিভ্রান্ত করে না।

৩। ধন্যবাদ

ইলীশাবেৎ-এর সঙ্গীতে (৪২-৪৫ পদ) যদিও সরাসরি ধন্যবাদ-জ্ঞাপনকে আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু পেক্ষাপটের সঙ্গে তার কথাকে তুলনা করলে, আমরা আত্মায় পূর্ণ ইলীশাবেৎ-এর মধ্যে ধন্যবাদের জীবনকে দেখতে পাই। আত্মায় পূর্ণ হয়ে ইলীশাবেৎ যখন মরিয়মের গর্ভে আগত মশীহের জন্মের কথা শুনেছিল, তখন সেই কথা শুনে ইলীশাবেৎ কিন্তু মরিয়মকে বিন্দুমাত্র ঈর্ষা করেনি। পরিবর্তে, সে নম্রতায় তার বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছে, ***"আমার প্রভুর মাতা আমার কাছে অমাসবেন, আমার এমন সৌভাগ্য কোথা থেকে হল"*** (৪৩ পদ)। হ্যাঁ, মরিয়মকে ঈর্ষা করার পরিবর্তে আমরা ইলীশাবেৎকে মরিয়মে আনন্দ করতে দেখতে পাচ্ছি। মরিয়মকে হিংসা করে, তাকে আঘাত করে, এমন কথা বলার পরিবর্তে, মরিয়মকে 'ধন্য' বলেছে, মরিয়মের বিশ্বাসের প্রশংসা করেছে। ঈর্ষা বা হিংসার বশবর্তী হয়ে ইলীশাবেৎ অনায়াসে কুমারীর মা হওয়াকে কেন্দ্র করে নেতিবাচক কথা বলে মরিয়মকে নিরুৎসাহত করতে পারত। কিন্তু আত্মায় পূর্ণ ইলীশাবেৎ সে কথা চিন্তা পর্যন্ত করতে পারেনি।

বন্ধ্যা নামে এতোকাল পরিচিত ছিল যে ইলীশাবেৎ, তার পক্ষে এই বৃদ্ধ বয়সে মা হওয়া নিশ্চয়ই গৌরব বা আনন্দের বিষয়। কিন্তু আগত মশীহের মা হওয়া আর সেই মশীহের পথ-প্রস্তুতকারীর মা হওয়া তো এক কথা নয়। ইলীশাবেৎ নিজে যাজকের স্ত্রী, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ধার্মিক ও ঈশ্বরের সমস্ত আজ্ঞা ও বিধি অনুসারে নির্দোষরূপে জীবন-যাপন করে চলেছে (১:৬)। যদি আগত মশীহের মা হতে হয়, তাহলে অনামী গ্রামের সাধারণ কুমারী মরিয়মের থেকে ইলীশাবেৎ কি অনেক বেশি যোগ্য পাত্রী নয়? না, ইলীশাবেৎ-এর মধ্যে এমন কোনও অস্বাস্থ্যকর, অখ্রীস্টীয় চিন্তা কাজ করেনি। পরিবর্তে, ইলীশাবেৎ স্বেচ্ছায় নিজেকে আড়াল করেছে, তার থেকে বয়সে অনেক ছোট মরিয়মের প্রতি ঈশ্বর-প্রদত্ত অসীম সম্মানের প্রতি কোনও ক্ষোভ প্রকাশ নয়, কিন্তু আনন্দের সঙ্গে তা স্বীকার করেছে। ঈশ্বর তাকে যে সম্মান ও উপহার দিয়েছেন, তা ইলীশাবেৎ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করেছে, তার বিরুদ্ধে কোনও ক্ষোভ দেখায়নি। ইলীশাবেৎ কীভাবে এমন মনোভাবের অধিকারী হতে পেরেছিল? একটাই উত্তর, সে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ জীবন যাপন করেছিল। আমরা যখন ইলীশাবেৎ-এর মধ্যে এমন গুণ দেখতে পাই, তখন তার গর্ভে জন্মগ্রহণকারী যোহনকে দেখেও আমরা একটুও অবাক হই না, যে এমন কথা বলতে চলেছে, ***"উহাঁকে বৃদ্ধি পেতে হবে, কিন্তু আমাকে হ্রাস পেতে হবে"*** (যোহন ৩:৩০)। ইলীশাবেৎ ও যোহনের কাছ থেকে আমরা যে শিক্ষা পাই, তা হল, আমরা যখন আমাদের জীবনের প্রতিটি বিষয়ের জন্য ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকি, তখন আমরা নিজেদের উচ্চীকৃত করি না, পরিবর্তে আমরা আন্তরিকতার সঙ্গে নিজেদের নত নম্র করি, এবং তার মধ্যে প্রকৃত জীবনের সুখ ও আনন্দ উপভোগ করে থাকি। বিশ্বাসী আমরা কি আত্মায় পূর্ণ জীবন যাপন করে চলেছি? আমরা কি ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ?

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com